সাবধান, গুগল সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে ম্যালওয়্যার

গুগল সার্চ ইঞ্জিনে থাকা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে ‘বাম্বলবি’ নামের ম্যালওয়্যারের সন্ধান পেয়েছে সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান সিকিউরওয়ার্কস। প্রতিষ্ঠানটির গবেষকদের দাবি, গুগল সার্চ ইঞ্জিনে থাকা ম্যালওয়্যারযুক্ত বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলেই ব্যবহারকারীদের যন্ত্রে ক্ষতিকর ম্যালওয়্যারটি প্রবেশ করে। এরপর গোপনে ব্যবহারকারীদের আর্থিক লেনদেনের তথ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও সংগ্রহ করে সাইবার অপরাধীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সিকিউরওয়ার্কসের তথ্যমতে, ম্যালওয়্যারযুক্ত বিজ্ঞাপনগুলোয় সাধারণত চ্যাটজিপিটি, জুম সফটওয়্যারসহ জনপ্রিয় বিভিন্ন সফটওয়্যার ডাউনলোডের প্রলোভন দেখানো হয়। সেসব বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের আদলে তৈরি ওয়েবসাইট চালু হয়। ভুয়া ওয়েবসাইটগুলোয় থাকা সফটওয়্যার ডাউনলোডের লিংকে ক্লিক করলেই ব্যবহারকারীদের যন্ত্রে ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার প্রবেশ করে।

সিকিউরওয়ার্কসের পরিচালক মাইক ম্যাকলেলান জানিয়েছেন, গুগল সার্চ ইঞ্জিনে থাকা মাত্র এক শতাংশ বিজ্ঞাপনে এ ধরনের ক্ষতিকর ম্যালওয়্যারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ম্যালওয়্যারের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে ব্যবহারকারীদের সফটওয়্যার নির্মাতা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল ওয়েবসাইট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সূত্র: টেকরাডার

আইওটি ইকোসিস্টেমের জন্য

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] QCS8550 [redacted] QCM8550 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] gmail.com-[illegible] SEND-[illegible] Schedule Send [illegible]

[illegible] gmail.com [illegible] Shedule Send [illegible]

[illegible] Pick date & Time [illegible] Shedule Send [illegible]

[illegible]:

বাচ্চাদের ডুডল অ্যানিমেট করবে মেটার এআই

মেটা সম্প্রতি একটি নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল নিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছে। নতুন এই টুলটি হাতে আঁকা ড্রয়িং বা ডুডল সহজেই অ্যানিমেট করে দিতে পারবে। তারা জানিয়েছে, এই প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্সড এবং ডেভেলপাররা চাইলে নতুন ফিচার এতে সংযুক্ত করতে পারবেন।

২০২১ সালে মেটা এনিমেটেড ড্রয়িং টুলের একটি ওয়েব ভার্সন উন্মুক্ত করে। ওই টুলে ব্যবহারকারীরা তাদের আঁকা ছবি আপলোড করে একটু এনিমেটেড ছবি পেতেন। কোম্পানিটি জানায়, এরপর প্রায় ৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন ছবি এই ডেমোতে আপলোড করা হয়েছে। পরবর্তীতে রিভিউয়ারদের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

নতুন এই টুলটি পোজ শনাক্তকরণ এবং ইমেজ প্রসেসিং সেগমেন্টেশনের ব্যবহার করতে পারে। একবার এনিমেট করা হলে প্রচলিত গ্রাফিক্স টেকনিকের ব্যবহারে সবকিছু অ্যানিমেট করতে পারে এটি। তবে এতদিন পর তারা প্রজেক্টটিকে ওপেন-সোর্সড করেছে। এনিমেশন টুলটি ব্যবহার করাও কঠিন কিছু নয়। আপনিও চাইলে ঘুরে আসতে পারেন।

সূত্র:ইত্তেফাক

নতুন দুশ্চিন্তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পাসগান

পাসগান মূলত এক ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবশ্য হ্যাকারদের জন্য অনেক কার্যকর। নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটি প্রায় ৫১ শতাংশ পাসওয়ার্ড অল্প সময়ে হ্যাক করতে পারে বলে জানা গেছে।

পাসগান মূলত এক ধরনের কম্বিনেটর অ্যাটাকের সহায়তা নেয়। এই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রচলিত ব্রুট ফোর্স মেথডের মাধ্যমেই কাজ করে। পাসগান একটি নিরপেক্ষ নেটওয়ার্ক তৈরি করে মেশিনকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। ফলে ডাটা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে যায়। কারো পাসওয়ার্ড যদি কোথাও উন্মুক্ত করা থাকে তাহলে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তা জেনারেট করে নিতে পারে। অথবা অনুমান করেও একটি পাসওয়ার্ড বসিয়ে নির্ভুলভাবে হ্যাক করার চেষ্টা করে।

সম্প্রতি একটি সাইবারসিকিউরিটি ফার্ম সম্প্রতি ১৫ মিলিয়ন পাসওয়ার্ড দিয়ে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর পরীক্ষা চালিয়েছে। ফলাফল সত্যিই উদ্বেগজনক। মাত্র ১ ঘণ্টায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটি ৬১ শতাংশ পাসওয়ার্ড বের করেছে এবং ১ দিনে তা ৭১ শতাংশ সফলতা পেয়েছে। এক মাসের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটির সফলতার হার ৮১ শতাংশ হয়েছে। গবেষণার জন্য ৭ অক্ষরের পাসওয়ার্ড নানা সিম্বল, প্রতীক বা সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করা হলেও ৬ মিনিটে তা বের করে ফেলছে পাসজ্ঞান। পাসওয়ার্ড যত বড় হবে পাসগানের সময় তত বেশি লাগবে। ১৮ সংখ্যার পাসওয়ার্ড হ্যাক করতে অবশ্য অনেক সময় লাগবে এটির।

তবে ছোটখাট পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে হ্যাক করার এই সময় উদ্বেগের বার্তা দিচ্ছে। যত সময় যাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে আরও উন্নত করবে। হ্যাকারদের জন্য এটি সাইবার অ্যাটাকের একটি বড় অস্ত্র হয়ে উঠতেই পারে। ২০১৭ সালে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটি প্রথম উন্মুক্ত হয়। জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সময়ে এই টুলটি কতটা গুরুত্ব পাবে তা এখন আন্দাজ করা কঠিন কিছুই নয়। ফলে ওয়েবসাইট, পাসওয়ার্ড এমনকি ব্যাংকের ইনফরমেশনও এখন নিরাপদ থাকছে না। তাই এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়াটাই স্বাভাবিক।

সূত্র: ইত্তেফাক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি

সৃজনকর্মের মালিকানা কে পাবেন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালিত যন্ত্রে তৈরি লেখা, ছবি ও গান—শিল্পের জন্য নতুন ক্ষেত্র যা সৃজনশীল ব্যবসার ক্ষেত্রে কৌশলী প্রশ্ন তুলেছে। চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম এআইয়ের সহায়তায় তৈরি করা নিবন্ধ পরীক্ষা করে। এতে দেখা যায়, এআই বেশ দক্ষভাবেই আধেয় তৈরি করতে পারে। কিন্তু অনেক শিল্পী ও সৃজনশীল কাজভিত্তিক ব্যবসায়ীদের জন্য এই এআই হুমকি তৈরি করেছে। কারণ, এই প্রযুক্তি কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই প্রশিক্ষণে (মেশিন লার্নিং) পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মানুষের তৈরি শিল্পের অনুলিপি তৈরি করতে পারে। এতে শিল্পীদের বাজার হুমকিতে পড়েছে। কেউ কেউ এই বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চুরির শামিল হিসেবে দেখছেন।

সম্প্রতি স্পটিফাই ও অ্যাপলসহ মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোকে ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপ তাদের গান স্ক্র্যাপিং করা থেকে এআই ব্যবস্থাকে ব্লক করতে বলেছে। বিনিয়োগকারীরা এআইয়ের পেছনে কোটি কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করছেন। এই বিনিয়োগ এআইয়ের সৃজনশীলতার ওপরই বেশি নির্ভরশীল। সব মিলিয়ে এআইয়ের তৈরি শিল্প বা সৃজনশীল কর্ম নিয়ে তিন ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

অনুকরণ করে তৈরি শিল্পের মূল উপাদানের স্রষ্টারা কী পাবেন
গত জানুয়ারিতে একদল শিল্পী ছবি তৈরির সফটওয়্যার নির্মাতা লন্ডনভিত্তিক স্ট্যাবিলিটি এআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানটি ডেটা প্রশিক্ষণে শিল্পীদের কাজ ব্যবহার করেছে এবং সেসব কাজের অনুকরণে তাদের মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন করেছে। মামলাকারীদের একজন কার্টুনিস্ট সারাহ এন্ডারসন নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, শিল্পীদের ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের সুযোগ থাকা উচিত এবং এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।

গেটি ইমেজও যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যাবিলিটি এআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তাদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটি তাদের লাখ লাখ ছবিতে মেধাস্বত্বের ‘নির্লজ্জ লঙ্ঘন’ করেছে। গেটির যুক্তি, এ ধরনের চুরি খুবই আপত্তিকর; কারণ, মেশিন লার্নিংয়ের জন্য তাদের ডেটা লাইসেন্স করার চুক্তি রয়েছে। স্ট্যাবিলিটি এআই এখন পর্যন্ত এসব অভিযোগের ব্যাপারে কোনো জবাব দেয়নি।

শিল্পীর সৃজনকর্মের ন্যায্য ব্যবহার
স্ট্যানফোর্ড ল স্কুল কার্যক্রমের পরিচালক মার্ক লেমলি বলেছেন, মেধাস্বত্বযুক্ত কাজগুলো নিবন্ধ, সমালোচনা বা অন্যান্য ‘রূপান্তরমূলক’ কাজের ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোবটগুলো প্রথাগতভাবেই দায় মুক্তি পেয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এআই যন্ত্রের এমন অনুকরণে আদালত খুব একটা সমব্যথী হবে না।

লেমলি মেশিন লার্নিংয়ে মেধাস্বত্বযুক্ত উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড ঠিক করার আহ্বান জানান। যেখানে মেধাস্বত্বের উদ্দেশ্য প্রাধান্য পাবে। কেবল শিক্ষার জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়তো অনুমতি পাবে। তবে পুনরুৎপাদনের উদ্দেশ্য হলে অনুমতি মিলবে না। আর নতুন প্রযুক্তিগুলোর মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের পেছনে কাকে দায়ী করবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। প্রযুক্তিটিকে নির্দেশদাতা ব্যবহারকারী, না যে প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিটি তৈরি করেছে সেটি দায়ী। নাকি উভয়ই?

এআইয়ের তৈরি শিল্পের মালিকানা কে পাবে
এখন কেবল মানুষের তৈরি শিল্পকর্মে মেধাস্বত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু আংশিকভাবে এআইয়ের ওপর নির্ভর করে তৈরি শিল্পকর্মের মেধাস্বত্ব কে পাবে? কিছু প্রকৌশলী বলছেন, তাঁরা তাঁদের যন্ত্র দিয়ে তৈরি আধেয়র মেধাস্বত্ব দাবি করবেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের মেধাস্বত্ব অফিস ছবিভিত্তিক একটি উপন্যাসের জন্য এআইয়ের তৈরি ছবির মেধাস্বত্ব দেয়নি। যদিও সরকার এআই টুলকে শিল্পী ভাড়া করার সঙ্গে তুলনা করেছে। তবে এ ধরনের তুলনা হয়তো প্রযুক্তিটির ব্যবহার সাধারণ স্তরে পৌঁছালে থাকবে না। সব মিলিয়ে এ ধরনের প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি সৃজনকর্মের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্বের বিষয়টি জটিলই হবে।

সূত্র: নিউইয়র্ক টাইমস

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অ্যান্ড্রয়েডের জন্যও সেটিংসে সার্চ বার যুক্ত করছে হোয়াটসঅ্যাপ

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের মুঠোফোন ব্যবহারকারীদের জন্য সেটিংস অপশনে সার্চ বার যুক্ত করছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এ সুবিধা চালু হলে হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংস অপশন থেকে বিভিন্ন তথ্য খুঁজতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। আইফোনে ইতিমধ্যে এ সুবিধা চালু রয়েছে।

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে নতুন এ সুবিধা চালুর জন্য এরই মধ্যে সেটিংস অপশনে পরীক্ষামূলকভাবে সার্চ বার যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। প্রাথমিকভাবে অ্যান্ড্রয়েডের বেটা সংস্করণ ব্যবহারকারীরা এ সুবিধা পরখ করতে পারছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে আনুষ্ঠানিকভাবে সব অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীর জন্য এ সুবিধা চালু করা হবে।

জানা গেছে, চালু হতে যাওয়া সার্চ বারে কোনো বিষয়ে তথ্য খোঁজ করলে ব্যবহারকারীদের উপযোগী বিভিন্ন উত্তর দেখাবে হোয়াটসঅ্যাপ। ফলে অ্যাপটির বিভিন্ন সুবিধা জানার পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিষয়ে দ্রুত তথ্য পাওয়া যাবে। শিগগিরই এ সুবিধা চালু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

আইওএসের জন্যও ভিপিএন যুক্ত করল অপেরা ব্রাউজার

অ্যান্ড্রয়েডের পর এবার আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে বিল্ট ইন ভার্চ্যুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন যুক্ত করেছে অপেরা ব্রাউজার। ফলে ব্রাউজারে বাড়তি কোনো এক্সটেনশন যুক্ত না করেই আইফোন ব্যবহারকারীরা ভিপিএন সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। আইওএসে

নতুন এ সুবিধা চালুর মাধ্যমে নিজেদের সব সংস্করণে ভিপিএন সুবিধা যুক্ত করল অপেরা।

এক ব্লগ বার্তায় অপেরা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীরা এখন অপেরা ব্রাউজারে সুরক্ষা সুবিধাসহ ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে পারবেন। অপেরা ব্রাউজারের হোমপেজ থেকে এ সুবিধা চালু করতে পারবেন আইফোন ব্যবহারকারীরা।

নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে ব্যবহারকারীদের আইপি ঠিকানা গোপন রাখার পাশাপাশি তথ্য এনক্রিপটেড আকারে আদান-প্রদান করা হবে।

ভিপিএন সেবা ব্যবহারকারীদের পরিচয় ও ব্রাউজিং ইতিহাসও গোপন রাখা হবে বলে জানিয়েছে অপেরা কর্তৃপক্ষ। অপেরা ব্রাউজারে ভিপিএন সুবিধা বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের জন্য প্রথম ভিপিএন সুবিধা চালু করে অপেরা।

সূত্র: গ্যাজেটস৩৬০

গান শোনাবে এই স্মার্ট চশমা

গান শোনার পাশাপাশি মুঠোফোনে কথা বলার সুযোগ দেবে এ স্মার্ট চশমা। স্বচ্ছন্দে কথা বলার সুযোগ দিতে চশমাটির ফ্রেমের দুই পাশে স্পিকার ও মাইক্রোফোন রয়েছে। মিজিয়া স্মার্ট অডিও গ্লাস নামের চশমাটির ওজন মাত্র ৩৮ দশমিক ১ গ্রাম। চীনা টেলিযোগাযোগ পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শাওমির তৈরি স্মার্ট চশমাটি ২৬ এপ্রিলের মধ্যে বাজারে আসবে।

স্মার্ট চশমাটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুবিধার নয়েজ ক্যান্সেলিং সুবিধা থাকায় ভিড়ের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে ফোনে কথা বলা যায়। শুধু তা–ই নয়, দুটি মাইক্রোফোন থাকায় ফোনকলের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিরাও স্পষ্টভাবে কথা শুনতে পারেন। শক্তিশালী ব্যাটারির সুবিধার স্মার্ট চশমাটি একবার চার্জ করলে টানা ২২ ঘণ্টা ব্যবহার করা যায়। স্মার্ট চশমাটির দাম ৭০০ ইউয়ান বা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার

□□□□□

□□□□□: □□□□□□□□□□□